Belles-Lettre 2024, Vol. 2, pp. 127-136

সংসক্তিতত্ত্বের আলোকে দেবেশ রায়ের নির্বাচিত উপন্যাস : একটি বিশ্লেষণী পাঠ

অলি আচার্য
পিএইচ. ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ-
সংসক্তি ভাষার শব্দার্থতাত্ত্বিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সংসক্তি ঘটে যখন বাচনের অন্তর্গত কিছু উপাদান বা অংশ একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, একটি অন্যটিকে অনুমান করে। লেখক কাহিনির মধ্য দিয়ে একটি ক্রম বুনন করেন। সংসক্তি বুননের ক্রমকে বিশ্লেষণ করে। হ্যালিডে ও হাসান তাঁদের গ্রন্থে সর্বমোট পাঁচ প্রকার সংসক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে দেবেশ রায়ের তিনটি উপন্যাসকে সংসক্তিতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখা যায় বাক্যগুলির ভিতরে যেমন সংসক্তি আছে তেমনি একাধিক বাক্যগুলির মধ্যেও পারস্পরিক সংসক্তি আছে। এভাবেই সংসক্তির মাধ্যমে গঠিত বাক্যখণ্ডগুলি লেখকের উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করেছে এবং মূল বিষয়বস্তু দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হয়েছে।
সূত্রশব্দ- বাক্য, বুনন, সংসক্তি, শব্দার্থ।

মূল আলোচনা :
বাক্যিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংসক্তি তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী মাইকেল হ্যালিডে ও রুকাইয়া হাসান। ভাষার বৃহত্তম একক বাক্য। কোনো রচনার অন্তর্গত বাক্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে ভাবগত দিক থেকে সংযুক্ত কিনা তা সুস্পষ্ট হয় সংসক্তি দ্বারা। পরস্পর সজ্জিত বাক্যের বক্তব্যের যোগসূত্রগত মিলকে পারিভাষিক ভাষায় সংসক্তি বলা হয়। মাইকেল হ্যালিডে ও রুকাইয়া হাসান তাঁদের ‘Cohesion in English’ গ্রন্থে সংসক্তি প্রসঙ্গে বলেছেন-

> “The concept of cohesion is a semantic one; it refers to relations of meaning that exist within the text, and that define it as a text. Cohesion occurs where the INTERPRETATION of some elements in the discourse is dependent on that of another. The one PRESUPPOSES the other, in the sense that it cannot be effectively decoded except by recourse to it. When this happens, a relation of cohesion is set up,

> and the two elements, the presupposing and the presupposed, are thereby at least potentially integrated into a text."[১]

সংসক্তির ধারণাটি শব্দার্থিক যা পাঠকৃতিতে বিদ্যমান অর্থের সম্পর্ককে বোঝায়। সংসক্তি পাঠ্যকে পাঠ্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। সংসক্তি ঘটে যখন বাচনের অন্তর্গত কিছু উপাদান বা অংশ একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, একটি অন্যটিকে অনুমান করে। অর্থাৎ অবলম্বন বা আশ্রয় ব্যতীত পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। সংসক্তি দ্বারা অনুমান ও অনুমিত এই দুই উপাদানের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এভাবেই পাঠকৃতি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রস্তুত হয়। কাহিনিতে সংসক্তিতত্ত্বের দ্বারাই বোঝা যায় কাহিনিটি শিথিল না সংবদ্ধ। লেখক কাহিনির মধ্য দিয়ে একটি ক্রম বুনন করেন। সংসক্তি বুননের ক্রমকে বিশ্লেষণ করে। হ্যালিডে ও হাসান তাঁদের গ্রন্থে সর্বমোট পাঁচ প্রকার সংসক্তির কথা উল্লেখ করেছেন[২]-

- নির্দেশমূলক সংসক্তি (Referencial Cohesion)
- পরিবর্ত উপাদানগত সংসক্তি (Substitutional Cohesion)
- বিলোপনগত সংসক্তি (Ellipsis)
- সংযুক্তিগত সংসক্তি (Conjunctional Cohesion)
- শব্দকোষগত সংসক্তি (Lexical Cohesion)

আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে দেবেশ রায়ের উপন্যাসকে সংসক্তিতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়। তাঁর আবির্ভাব মূলত গল্পকার হিসেবে হলেও ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর পরিচয় অধিকতর সমৃদ্ধ। উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যমের ভাষা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সহজেই অনুমেয় হয়। তবে কেবল প্রকরণই নয়, নিজ সমাজ-সময়-ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা ও সংকটকে তুলে ধরেছেন তিনি। স্বভাবতই দেবেশ রায়ের উপন্যাসে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত বাচন নির্মাণের ক্ষেত্রে বাক্যগত সংসক্তির ব্যবহার পৃথকভাবে বলার দাবি রাখে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এই প্রবন্ধে দেবেশ রায়ের তিনটি উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি- 'লগন গান্ধার', 'জন্ম' ও 'আঙিনা'। প্রথমেই আমরা লেখকের উপন্যাসে নির্দেশমূলক সংসক্তির ব্যবহার আলোচনা করব-

নির্দেশমূলক সংসক্তি (Referencial Cohesion)- বাক্যের অন্তর্গত একটি উপাদান যখন তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী বাক্যের কোনো কোনো বিশেষ উপাদানকে নির্দেশ করে থাকে, তখন নির্দেশমূলক সংসক্তি ঘটে। নির্দেশমূলক সংসক্তি তিনপ্রকার-

পুরুষবাচক- প্রথম, মধ্যম বা উত্তম পুরুষের রূপের মাধ্যমে যখন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে সম্পর্কিত করা হয়, তখন তাকে বলা হয় পুরুষবাচক নির্দেশমূলক সংসক্তি (Personal Reference

Cohesion)। যেমন- সে, তিনি, আমরা। দেবেশ রায়ের উপন্যাসে পুরুষবাচক সংসক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়-

- "কোন টেবিলের কথা সুরঞ্জনা বলছে তা আলোকময় বুঝতে পারে না, সে উঠে দাঁড়ায়। সে কোণের চেয়ারটিতে বসেছিল, তার পাশের চেয়ারটাকে একটু সরিয়ে তাকে বেরতে হয়।"[৩]
- "সুরঞ্জনা কী করে ভুলবে সে আলোকের চাইতে চৌদ্দ বছরের বড়। তার এ-কথা আর এখন মনে থাকে না। এই কথাটা ভুলতেই তার সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে। তার বহু আগে সে আলোকের জন্যে স্বামী ভুলতে পেরেছে, ছেলেমেয়ে ভুলতে পেরেছে, সমাজ ভুলতে পেরেছে।"[৪]
- "রাহ্‌ কী বলছে সেটা বোঝার চেষ্টায় ও নানারকম ভুল বোঝাবুঝির পর এটা জানাজানি হয়ে গেছে—বাংলায় রাহ্‌-এর অসুবিধেগুলি কোথায়। সে নানারকম জায়গা থেকে বাংলা শব্দ শিখেছে, শিখছে, ডিকশনারি থেকেও। ফলে তার শব্দ-ব্যবহারে চমকে উঠতে হয়।"[৫]

প্রথম উদাহরণে 'সে', 'তার', 'তাকে' একজন ব্যক্তিকেই নির্দেশ করছে, আলোকময়কে। দ্বিতীয় উদাহরণে 'তার', 'সে' নির্দেশ করছে সুরঞ্জনাকে। তৃতীয় উদাহরণেও একইভাবে রাহ্‌ কেই নির্দেশ করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যগুলিতে। এভাবেই বাক্যগুলি পরস্পর সংসক্ত হয়েছে।

নির্দেশক- নির্দেশক ব্যবহার করে যখন বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করা হয়, তখন তাকে বলা হয় নির্দেশক উল্লেখমূলক সংসক্তি (Demonstrative Reference Cohesion)। যেমন- এই, অই, এটা, যে-সে। দেবেশ রায়ের উপন্যাসগুলিতে নির্দেশক সংসক্তির ব্যবহারে একইসঙ্গে পূর্বনির্দেশক ও পরনির্দেশক ব্যবহৃত হয়েছে।

- "এখন এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এই গরম জল মিশিয়ে সকালে স্নান করা।"[৬]
- "আমার মনে হচ্ছে এই ডাক্তারদের ব্যাপারটার মধ্যে দু-নম্বরি আছে, শুধু এই পরীক্ষা, ঐ পরীক্ষা, আজ এক ভদ্রলোক বলছিলেন এটা নাকি ডাক্তারদের একটা বেশ বড় ব্যাবসা হয়ে উঠেছে।"[৭]

উক্ত উদাহরণগুলিতে 'এটা', 'এই' ইত্যাদি নির্দেশক দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

তুলনামূলক- কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে উল্লেখ করা হলে তাকে তুলনামূলক নির্দেশক সংসক্তি (Comparative Reference Cohesion) বলে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, দেবেশ রায়ের নির্বাচিত উপন্যাসে আমরা পূর্বনির্দেশক ও পরনির্দেশক সংসক্তির ব্যবহার লক্ষ করতে পারি। তবে পরনির্দেশক সংসক্তির ব্যবহার তুলনামূলক কম।

পরিবর্ত উপাদানগত সংসক্তি (Substitutional Cohesion)- কোনো বাক্যের একটি উপাদানের বদলে যদি অন্য উপাদান প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ বিকল্প সন্ধান করা হয় তখন ঘটে পরিবর্ত উপাদানগত সংসক্তি। দেবেশ রায়ের উপন্যাসেও পরিবর্ত উপাদানগত সংসক্তির দৃষ্টান্ত সহজলভ্য। যেমন-

‘লগন গান্ধার’ উপন্যাসে দেখা যায় সুরঞ্জনা আলোককে ‘হপ্তাবাবু’ সম্বোধন করে-

- “আমি কি শেয়ালদা তোমার চাইতে বেশি চিনি? তুমিই তো হপ্তাবাবু।”[৮]

এখানে এক নামের পরিবর্ত উপাদান হিসেবে অন্য নাম ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা উপন্যাসের সূচনাতেই দেখা যায় সুরঞ্জনা ও আলোক কফি স্টলে বহুবার যাওয়া হয়েছে বলে অন্য একটি চায়ের স্টলে যেতে চায়। এখানেও আমরা পছন্দগত দিক থেকে পরিবর্ত উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করতে পারি। ‘আঙিনা’ উপন্যাসে নার্সিং হোমের নামের ক্ষেত্রে পরিবর্ত উপাদানগত সংসক্তি দেখা যায়-

- “দেওয়া হয়েছে এই নাম, ‘দি একটোক্রাইন রিসার্চ ইনস্টিটিউট’। লোকের মুখে মুখে নামটা হয়ে যাচ্ছে—‘মোতোয়ানি নার্সিংহোম’। ডাক্তাররা ইনস্টিটিউট বললেও অন্যরা নানারকম বলে—থেরী, টেরি, তেরি, টারি।”[৯]

এছাড়াও ব্যক্তিবিশেষের নামের ক্ষেত্রেও পরিবর্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

- “মেট্রনকে বাইরের সকলে আর ভিতরের কমবয়েসি ডাক্তাররা ‘ম্যাডাম’ বলেই ডাকেন। তাঁর সহকর্মিণীরা আর বুড়ো ডাক্তাররা ডাকেন রাদি বা রাধী বলে।”[১০]

আবার ভাবগত দিক থেকেও পরিবর্ত উপাদানগত সংসক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন-

- “ঠাকুমার ভাষা বলে বাংলা ভাষাকে সে বলে, ‘ঠাকুমার ঝুলি’। আর, ঠাকুরদার ভাষা বলে আরমেনিয়ানকে সে বলে, ‘ঠাকুরদার ছড়া’। আবার, এ-ও বলে, আমি তো মুখুজ্যে বামুন, মুখনাঝিক, কুলীন।”[১১]

এভাবেই ভাবগত, নামগত, পছন্দগত দিক থেকে উপন্যাসগুলিতে পরিবর্ত উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে কাহিনিবিন্যাসে এনে দিয়েছে সংসক্তি।

বিলোপনগত সংসক্তি (Ellipsis)- পাঠকৃতির কোনো বাক্যের কিছু অংশ যদি পরের বাক্যে উল্লেখ না করা হয় বা পরিহার করা হয়, সেক্ষেত্রে বিলোপনগত সংসক্তি ঘটে। সংলাপের ক্ষেত্রে বিলোপনগত সংসক্তির ব্যবহার অধিকমাত্রায় দেখা যায়। তবে উপন্যাসে সংলাপ ছাড়াও কথনের ক্ষেত্রেও বিলোপনগত সংসক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। দেবেশ রায়ের ‘লগন গান্ধার’, ‘আঙিনা’

ও 'জন্ম' উপন্যাসে বিলোপনের চিত্র রয়েছে-

- "এখন তোমার হপ্তাবাবু বলে গর্ব হওয়ার কারণ?
 কারণ এই শেয়ালদা স্টেশন, এই ক্যান্টিন, এই চা এবং তুমি"[১২] [হপ্তাবাবু বলে 'গর্ব হওয়া'র বিলোপন ঘটেছে]
- "কী? আমাদের আবার উদ্দেশ্য কী থাকবে?
 সত্যি কথা চাপা দেওয়া। ['উদ্দেশ্য' শব্দের বিলোপন ঘটেছে]
 সত্যি কথাটা কী?
 যে-কথার জন্য আমরা তিনজন কথা বলছি।"[১৩] ['সত্যি কথা' শব্দের বিলোপন ঘটেছে]
- "ডাক্তারবাবু ত জিজ্ঞেস করছেন, আমরা দুজনই কি সমানভাবে বাচ্চা চাই? তুমি বলো।
 চাই বলেই ত কয়েক বছর ধরে ছোটাছুটি করছি।"[১৪] ['বাচ্চা' শব্দের বিলোপন ঘটেছে]

উক্ত উদাহরণগুলিতে সংলাপের অংশে বিলোপনগত সংসক্তির দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

শব্দকোষগত সংসক্তি (Lexical Cohesion)- একটি শব্দের বদলে অন্য শব্দ সৃষ্টি করলে কিংবা পাঠকৃতির কোনো অংশে যদি এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয় যা মূলত কোনো ভাবনা বা বিষয়কে ইঙ্গিত করছে তখন শব্দকোষগত সংসক্তি ঘটে থাকে। শব্দকোষগত সংসক্তি দুপ্রকার-

পুনরাবৃত্ত সংসক্তি (Lexical Reiteration)- একটি শব্দের বদলে অন্য কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এইধরণের সংসক্তি তৈরি করা হয়। দেবেশ রায়ের 'জন্ম' উপন্যাসে ব্যক্তিবিশেষের নামের সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে পরিবর্ত উপাদানগত সংসক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে-

- "ডাইরেক্ট কনজিউমার কনট্যাকট সংক্ষেপে <u>ডি সি সি</u>, আরো সংক্ষেপে ও অকারণে <u>ডিক</u>, তা থেকে আরো একটু বদলে <u>ডিগ</u>।"[১৫]

এখানে ডি সি সি, ডিক, ডিগ শব্দগুলি পরস্পরের প্রতিশব্দ রূপে বাক্যে সংসক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে একই নাম ব্যবহার না করে তাঁর প্রতিশব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। 'আঙিনা' উপন্যাসেও একই নামের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়-

- "যাঁরা এ-সব জানে, তারা রাহ্‌কে ডাকে '<u>রাদি</u>'। যারা শুনে জানে তারা ভাবে ওটা '<u>রাধী</u>'র বিকৃতি। কেউ-কেউ আবার আরো ঠিক করতে চেয়ে ডাকে '<u>রাধীদি</u>'।[১৬]

অর্থাৎ রাহ্‌ চরিত্রটির একাধিক নামগুলি প্রকৃত নামের সামান্য বিকৃতি রূপে পুনারাবৃত্ত হয়েছে। 'লগন গান্ধার' উপন্যাসে উঠে এসেছে একই ভাবের প্রতিশব্দ হিসেবে পুনরাবৃত্তির ব্যবহার-

- "অনেক প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গান্তর, বিপত্তি, সংকট ওরা পার হয়ে এখানে পৌঁছেছে।"[১৭]

পুনরাবৃত্ত সংসক্তির পাশাপাশি দেবেশের উপন্যাসে বিশেষ ভাবনার পরিচয় বহনকারী সংসক্তিও লক্ষ করা যায়।

একত্রে স্থাপন (Collocation)- একপ্রস্থ শব্দ একই ভাবনাকে ব্যক্ত করে বলে একই সঙ্গে যুক্ত হয়ে এইরূপ সংসক্তি গড়ে তোলে। দেবেশ রায়ের উপন্যাসে বিশেষ ভাবনা প্রকাশক শব্দকোষগত সংসক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, 'লগন গান্ধার' উপন্যাসে আলোকের শারীরিক বর্ণনা উঠে এসেছে-

- "রোগা, লম্বা, এক মাথা চুল, আলোকের লম্বা হওয়া যেন এখনো শেষ হয়নি—মুখটা এখনো কচি, গলাটা নিভাঁজ লম্বা।"[১৮]

এখানে মূলত আলোকের কম বয়সের দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 'আঙিনা' উপন্যাসে বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের উল্লেখের মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে চিকিৎসাপদ্ধতির সহজলভ্যতার দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে-

- "যে-হারে চিকিৎসার যন্ত্র বাড়ছে, তাতে গলস্টোন, কিডনিস্টোন, প্রস্টেট গ্ল্যান্ড ব্লকেজ, ছানি—এ-সব সাবেকি এমার্জেন্সি বলে তো আর কিছু নেই।"[১৯]

আবার ব্যঞ্জনাগত দিক থেকে গভীর অর্থ সৃষ্টি করার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু বাংলা শব্দের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

- "তপা আর-একদিন বলেছিল তার বাবাকে, কারিয়েন কয়েকটি মাত্র বাংলা শব্দ জেনে বেছে গুছিয়ে নিয়েছে—দুয়ার, পথ, ভেলা, খেয়া, পাড়ি, ভিতর, আঙিনা, বাহির।"[২০]

এভাবেই একত্রে স্থাপনের মধ্য দিয়ে পাঠকৃতির সংসক্তি নির্মাণ করেছেন লেখক।

সংযুক্তিগত সংসক্তি (Conjunctional Cohesion)- কোনো পাঠকৃতির দুটো বাক্য যদি অর্থের দ্বারা সংসক্ত হয় কিংবা সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয় তখন তাকে সংযুক্তিগত সংসক্তি বলা হয়। এই সংসক্তি দু'ধরনের-

কালগতক্রম বা সময় পরম্পরাগতক্রম (Temporal succession)- সময় বা কালজ্ঞাপক বিভিন্ন শব্দ বাক্যে যুক্ত হয়ে এইরূপ সংসক্তি গঠিত হয়। দেবেশ রায়ের উপন্যাসগুলিতে কাল বা সময় পরম্পরাগত ক্রমের বাহুল্য লক্ষ করা যায়। 'লগন গান্ধার' উপন্যাসে কালগতক্রমের বিবরণে একটি সুনির্দিষ্ট ক্রম লক্ষণীয়-

- "ঠিক করেছিলাম তোমাকে বাসে তুলে দিতে যদি দেরি হয়, তা হলে <u>আজকে</u> বালিগঞ্জে চলে যাব, <u>কাল সকালে</u> বালিগঞ্জ থেকে অফিসে যাব, বিকেলে আবার আসব। <u>এখন</u> ভাবছি, শেয়ালদাতেই যখন এতক্ষণ কেটে গেল, তোমাকে এখান থেকে বাসে তুলে দিয়ে <u>সাড়ে নটার</u> কৃষ্ণনগর লোক্যালটা ধরি। তাহলে <u>সকালে</u> কোনো ঝামেলা থাকত না। <u>কাল বিকেলে</u> আসব।"[২১]

- "এসপ্ল্যানেড থেকে রাত বারটার পরও শেয়ার ট্যাক্সি ওদিকে যায়, রাত সাড়ে দশটা-পৌনে এগারটা পর্যন্ত তো মিনিবাস ডেকে ডেকে প্যাসেঞ্জার জোগাড় করে, রাত বারটা পর্যন্তও দুটো-একটা প্রাইভেট বাস চলে।"[২২]

বয়সের উল্লেখের মধ্যে দিয়েও নির্মিত হয়েছে সময় পরম্পরাগত ক্রমবিন্যাস-

- "একুশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। তখন তো একবার পুরো জীবনযাপনটাই পাল্টাতে হয়েছিল। সাতাশ বছরে সে বিধবা হয় ও চাকরিতে ঢোকে, তখন তাকে আর-একবার জীবনযাপনটা পুরো পাল্টাতে হয়েছিল।"[২৩]

'জন্ম' উপন্যাসেও কাল বা সময়ের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে যার দ্বারা পরিস্থিতির অপরিবর্তনীয়তা পরিস্ফুট হয়েছে-

- "বাইকটা বছর পাঁচেক হল। প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাইক কিনে ফেলার মত অতিরিক্ত টাকা নৈমিষের আগে ছিল না, এমনকী পাঁচ বছর পরে এখনো নেই।"[২৪]

অতএব, সহজেই অনুমিত হয় যে উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু গঠনে সময়গত ক্রমের তাৎপর্য অপরিসীম।

যুক্তিনির্ভর সমন্বয়ধর্মী সম্পর্ক (Logical conjunctive relationship)- যুক্তিনির্ভর সমন্বয়ধর্মী সম্পর্কের তিনপ্রকার উপবিভাগের কথা বলা হয়েছে হ্যালিডে ও হাসানের গ্রন্থে-

যোজক বা উপাদান যোগ করে সংসক্তি নির্মাণ (Additive Relation),- পূর্ববর্তী বাক্যের বাড়তি তথ্য পরের বাক্যে যুক্ত করে এইপ্রকার সংসক্তি গঠন করা হয়। যেমন, 'জন্ম' উপন্যাসে উদ্বৃত্ত তথ্য যোগ করার মধ্য দিয়ে সংসক্তি নির্মিত হয়েছে-

- "...ডাক্তার বিশ্বাসের নেতৃত্বে পরিচালিত ডাক্তারদের কাছে যারা আসে, এই ভিড়, প্রতিদিনের এই ভিড়, তারা সমাজ-সংসার, গ্রামশহরের সেই গ্রহণবেষ্টনী বা সঙ্গতি সত্ত্বেও আসে।"[২৫]

'লগন গান্ধার' উপন্যাসেও উদ্বৃত্ত তথ্য যোগ করে যোজক সংসক্তি নির্মাণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়-

- "হ্যাঁ, সেজন্যই তো সামনে পড়ল প্ল্যাটফর্মটা, গাছ নেই? বড় গাছ?"[২৬]

উপন্যাসের বয়ান নির্মাণে বাড়তি উপাদান যোগ করেই কাহিনির ঘটনাধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বভাবতই দেবেশ রায়ও এর ব্যতিক্রম নন। উক্ত উদাহরণগুলিতে তাঁর প্রমাণ লক্ষ করা যায়।

বৈপরীত্য সৃষ্টি করে সংসক্তি (Adversative relation)- এই ধরণের সংসক্তির ক্ষেত্রে একটি বাক্যের বিপরীত বাক্য বা বৈপরীত্যমূলক সম্পর্কের অন্য একটি বাক্য পাওয়া যায়। এই বৈপরীত্য

সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় কিছু অব্যয় পদ। এক বা একের অধিক বাক্যে কিন্তু, অথবা, তথাপি, তবুও, নচেৎ, নতুবা, নয়তো, নাহোক, নইলে, বরং ইত্যাদি যুক্ত করে এই জাতীয় সংসক্তি নির্মাণ করা হয়। যেমন, 'লগন গান্ধার', 'জন্ম' ও 'আঙিনা' উপন্যাসে অব্যয়ের বিচিত্র ব্যবহারে ব্যক্তির মানসিক অবস্থার বৈপরীত্য, স্থানের বৈচিত্র্যধর্মী বৈপরীত্য, সিদ্ধান্তের বৈপরীত্য, দৈহিক অবস্থার বৈপরীত্যগুলি নির্দেশিত হয়েছে-

- "এরপর সুরঞ্জনার কিছু বলার থাকতে পারে? বরং সেদিন তার মনে হয়েছিল—আলোক তো তাকে বহু বহু দিন সময় দিয়েছে, এ কথাটা তারই তো বলতে পারা উচিত ছিল, তারই তো আগে বুঝতে পারা উচিত ছিল আইনের সিলমোহর নয়, তাদের পারস্পরিক স্বীকৃতির জন্যেই তাদের রেজিস্ট্রেশন করা দরকার, অন্তত তাহলে দুজন দুজনার কাছে পরিষ্কার থাকতে পারবে। অথচ সে কথাটা বলে উঠতে পারল না।"[২৭]
- "ফ্লাইওভার স্টপ, বা এনআরএস, বা শেয়ালদা স্টপ, বা প্রাচী স্টপে এটাই প্রধান সমস্যা—নিজের বাসাটি খুঁজে বের করে, ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে, বাসটির ভিতর উঠে পড়া।"[২৮]
- "সমাজে, বা পরিবারে, বা পাড়ায়, বা অফিস-কাছারিতে, বা স্কুল-কলেজে, বা দশতলা বাড়ির চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটটা অ্যাপার্টমেন্টে, বা সাবেকি বাড়ির এক ঘরের পৃথগন্ন বেঁচে থাকার যৌথতায় এটা মানবনিয়তি বলে সবাই মেনে নেয় যে কারো-কারো ছেলেপিলে হয় না।"[২৯]
- "রহস্যহীন, অনপরিচয়, ব্যর্থশরীর টেকনোলজিকাম সেই ভিড় চাঞ্চল্যহীন দাঁড়িয়ে থাকে, ছড়িয়ে থাকে, বোটারি ক্লাবের বারান্দায় বসে থাকে, তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কিছু দেখে না।"[৩০]
- "এই প্রেগন্যান্সির কথাটা আমরা পাবলিক করতে চাই, নাকি, আমরা যে-ইগনোরেন্ট ছিলাম, সেই ইগনোরেন্সেই আছি ধরে নিয়ে বলব—পেশেন্টকে রিলিজ করে দিচ্ছি।"[৩১]
- "একটা উনিশ বছরের মেয়ে নিঃসাড়ে পড়ে আছে অথচ তার শরীর চলছে—তার ভিতরে তো কত কীই হতে পারে।"[৩২]

কারণবাচক শব্দ দ্বারা সংসক্তি নির্মাণ (Causal Relation)- যদি, তাহলে, সেজন্য, কারণ, সুতরাং, অতএব, যেহেতু, সেহেতু ইত্যাদি অব্যয় যোগ করে কারণবাচক সংসক্তি নির্মিত হয়। যথা, 'লগন গান্ধার' উপন্যাসে সিদ্ধান্তের দোলাচল অবস্থা কারণবাচক সংসক্তি দ্বারা নির্মিত হয়েছে-

- "একদিন থেকে ঐ রেজিস্ট্রেশনই ছিল তাদের সম্পর্কের ইতিহাসের একটা চরমবিন্দু। যদি তারা এটা প্রায় প্রকাশ্য ঘোষণার পর করত, যদি আলোকময়

তাদের অফিসের সবচেয়ে নির্ভেজাল, সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যানার্জিদাকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে না এসে তার মা বা দাদা বা দিদিকেই সাক্ষী হতে বলত, যদি সেই রেজিস্ট্রেশনের পরই তারা তাদের বিবাহিত জীবন শুরু করে দিত, তা হলে হয়তো এত দিনে তাদের সম্পর্কটা একটা পরিণতির দিকে যেত"[৩৩]

- "যদি এমন হতো, আলোকময় এই কোয়ার্টারেই থাকছে, তা হলে বদল ঘটত সবচেয়ে কম। যদি এমন হয়, সে একদিকে তারাতলা, আর-একদিকে ইছাপুর সামলাচ্ছে, তা হলেও যেটুকু বদল ঘটবে তা সে সামলাতে পারবে। যদি আলোকময়ের বালিগঞ্জের বাড়িতে তাকে ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠতে হতো, তা হলে অবিশ্যি বিপদ হতো সবচেয়ে বেশি"[৩৪]

'জন্ম', 'আঙিনা' উপন্যাসে দৃঢ় সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তস্বরূপ কারণবাচক সংসক্তি নির্মিত হয়েছে-

- "বিবাহ যদি না থাকত, দাম্পত্য যদি একটি অলঙ্ঘ্য প্রতিষ্ঠান না হত, তাহলে পুনরুৎপাদনে সক্ষম যে-কোনো নারী, পুনরুৎপাদনে সক্ষম যে-কোনো পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করে সন্তান নির্মাণ করতে পারত, তেমনি যে-কোনো পুরুষ যে-কোনো সক্ষম নারীর সঙ্গে সঙ্গম করে সন্তান নির্মাণ করতে পারত।"[৩৫]
- "পেট্রোলপাম্পটা সনাইকে জেনে নিতে হয়, কারণ, ওটা একটা বড় স্থানচিহ্ন, সেটার নিশানা দিয়েই ক্লিনিকটাকে চেনা যায়।"[৩৬]
- "আমাকে তো বাড়ি যেতেই হবে, নইলে, মনোজ ফিরে খাবে কী?"[৩৭]

আলোচ্য উপন্যাসগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে একথা বলা যায় যে সংসক্তি একক কোনো শব্দে পাওয়া যায় না। সেই শব্দের সঙ্গে জড়িত প্রসঙ্গে সংসক্তি নিহিত থাকে। উপন্যাসে বাক্যগুলির ভিতরে যেমন সংসক্তি আছে তেমনি তেমনি বাক্যগুলিতে পারস্পরিক সংসক্তিও আছে। এভাবেই সংসক্তির মাধ্যমে গঠিত বাক্যখণ্ডগুলি সমগ্র উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করেছে। সংসক্তির পাঁচটি প্রকারভেদের আলোচনার নিরিখে দেবেশ রায়ের নির্বাচিত তিনটি উপন্যাস বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখা যায় সংসক্তি কীভাবে ভাবের গভীরতায়, অর্থের দ্যোতনায়, শব্দগত বৈচিত্র্যে, দ্বান্দ্বিকতার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। একথা বলা যেতেই পারে, দেবেশ রায়ের উপন্যাসে বাক্যের বয়ানে সংসক্তি তাঁর বুনোট ও শৈলীগত অনন্যতার পরিচয়বাহী।

তথ্যসূত্র-

১. Halliday M. A. K. & Hasan Ruqaiya. (1976). Cohesion In English. Longman. P. 4.
২. Ibid. P. 6.
৩. রায়, দেবেশ। ১৯৯৫। লগন গান্ধার। দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৪।
৪. তদেব। পৃ. ১৬।
৫. রায়, দেবেশ। ২০০৫। আঙিনা। দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ২৫।
৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫।

৭. রায়, দেবেশ। ১৯৯৭। জন্ম। দে'জ পাবলিশিং। পৃ. ১৩।
৮. প্রাগুক্ত। পৃ. ৭
৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০
১০. তদেব। পৃ. ১৮
১১. তদেব। পৃ. ২৫
১২. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯
১৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪
১৪. প্রাগুক্ত। পৃ. ৫০
১৫. তদেব। পৃ. ৬৮
১৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫
১৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ২০
১৮. তদেব। পৃ. ১০-১১
১৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৬
২০. তদেব। পৃ. ২২
২১. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৮
২২. তদেব। পৃ. ২৯
২৩. তদেব। পৃ. ৩৫
২৪. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪
২৫. তদেব। পৃ. ১৮
২৬. প্রাগুক্ত। পৃ. ১০
২৭. তদেব। পৃ. ১১
২৮. তদেব। পৃ. ৩৩
২৯. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮
৩০. তদেব। পৃ. ২৪
৩১. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪
৩২. তদেব। পৃ. ১৭
৩৩. প্রাগুক্ত। পৃ. ২৫-২৬
৩৪. তদেব। পৃ. ৩৫-৩৬
৩৫. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৯
৩৬. তদেব। পৃ. ২৩
৩৭. প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮